EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান মজীনা'র বক্তব্য
ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ
২৯শে জুলাই, ২০১২

কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল আকবর

সম্মানীয় ফ্যাকাল্টির শিক্ষক ও শিক্ষার্থী

শুভ সকাল.. আসসালামু আলাইকুম.. রমজানুল করিম।

এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা ও উপস্থাপনার জন্য ধন্যবাদ। আমি আজকে আপনাদের সাথে মত বিনিময়ের জন্য উপস্থিত হয়েছি।

ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ আমাকে মনে করিয়ে দেয় ওয়াশিংটনে ডি.সি'র ন্যাশনাল ওয়ার কলেজের কথা যেখানে আমি এক বছর শিক্ষকতা করেছি গত নভেম্বরে বাংলাদেশে আসার আগে। এনডিসিতে, এনডাব্লুইসি'এর মতই রয়েছে মেধাবী শিক্ষার্থী, একজন মহান কমান্ডান্ট, একটি সুন্দর মিলনায়তন, এবং সত্যিকারের সুদক্ষ অধ্যাপক।

এ দুটি প্রতিষ্ঠান-এর মধ্যে মিল রয়েছে অন্য একটি ব্যাপারে একটি শব্দ.. একটি মাত্র শব্দ, একটি সরল শব্দ, একটি গভীর জটিল শব্দ, আর সে শব্দটি হলো কৌশল, কৌশল বিদ্যা। এই সূত্রটি প্রতিটি পেশাজীবী সামরিক শিক্ষায় বর্তমান। আমেরিকান নাগরিক অধিকারের নেতা মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়র, বলতেন, "অভিষ্ঠ লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখুন।" আমাদের মধ্যে যারা আমাদের জাতীয় স্বার্থকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে, সামরিক কিংবা কূটনৈতিক মাধ্যমে, কৌশল - কৌশলগত চিন্তা - অভিষ্ঠ লক্ষ্যে আমাদের দৃষ্টি রাখা - অপরিহার্য।

আমি আজকে কৌশলের উপর, বিশেষত বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার সংশিষ্টতার উপর একটি 'কেস স্টাডি' উপস্থাপন করব। আমি তা করব একজর কূটনৈতিকের ভাষায় এবং আপনাদের উপর ছেড়ে দিব তা সামরিক কৌশলে কিভাবে কাজে লাগানো যায় ৰের করার জন্য যেহেতু আপনারা এখানকার শিক্ষার্থী।

শুরুটা হচ্ছে প্রেক্ষাপট, বিশ্ব প্রেক্ষাপট। এই প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের সাথে

আমেরিকার সংশিষ্টতার নাটকীয় পরিবর্তিন এসেছে। ১৯৯৮-২০০১ সাল পর্যন্ত বাংলাদশে একজন কূটনৈতিক হিসেবে কাজ করায় প্রায়ই একটি কথা আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় এক দশক পর আমি এখানে কি পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। উত্তরটি সরল: আমার ২০০১ এর ৭ই জুন বাংলাদেশ থেকে চলে যাবার পর বৃহত্তম পরিবর্তন হয়েছে ওয়াশিংটনে, আরো পরিষ্কার ভাবে বলতে গেলে, বাংলাদেশের প্রতি ওয়াশিংটনের দৃষ্টিভঙ্গি। আমার পূর্ববর্তী নিয়োগকালীন সময় বাংলাদেশ এমন একটি দেশ ছিল যাকে অমার মত এর গুণগ্রাহীরা এবং উন্নয়ন কর্মীরা বেশী ভালোবাসতো; তা ছাড়া, আমেরিকার অগ্রাধিকার অনেক বেশী নিয়োজিত ছিল অন্য জায়গায়।

কিন্তু একটি দিন কতটা পরিবর্তন এনে দেয় .. ৯/১১ এর পরের দিন, আমেরিকার অগ্রাধিকার দ্রুত ও নাটকীয় পরিতর্তিত হতে থাকে। আমেরিকার নিরাপত্তা কৌশলের পরিবর্তন হয় যখন আমাদের জাতি বা আমাদের মিত্র বা অংশীদারদের হুমকি হিসেবে যারা দেখা দেয় তাদেরকে যুক্তরাষ্ট্র বাধা, ছত্রভঙ্গ, ও পরাজিত করার প্রচেষ্টা শুরু করে।

এই প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার কৌশলগত সংশিষ্টতাও পরিবর্তিত হয়। বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক, ধর্ম নিরপেক্ষ একটি রাষ্ট্র যারা সহিংস চরমপন্থাকে পরাজিত করতে বদ্ধপরিকর, এমতাবস্থায় আমেরিকা বাংলাদেশের সাথে তার অংশীদারিত্ব গভীর ও বিস্তৃত করতে সচেষ্ট হয়। অতি সাম্প্রতিক আমেরিকা ও বিশ্বের বেশীরভাগ দেশ এশিয়া কেন্দ্রিক হওয়ায় আমেরিকার সাথে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে। এই অংশীদারিত্বের নেপথ্যে আগ্রহকে ব্যাখ্যা করা যাক (কৌশলবীদদের পরিভাষা অনুযায়ী):

সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ ও সহিংস চরমপন্থা

একটি মধ্যপন্থী, সহনশীল, গণতান্ত্রিক দেশ বাংলাদেশ, বিশ্বের ৭ম বৃহৎ জনবহুল দেশ, বিশ্বের বিক্ষুব্ধ অঞ্চলের সহিংস চরমপন্থার টেকসই বিকল্প হিসেবে আবির্ভুত হচ্ছে। অথচ পাঁচ ছয় বছর আগে সহিংস চরমপন্থীদের জন্য সহনশীলতার জন্য অনেকেই মনে করেছিল বাংলাদেশ ভুল পথে নেমে যাচ্ছে । আমি ২০০৫ সালের স্মরণ করছি যেদিন এক দিনে ৬৪ টি জেলার ৬৩ টি তে ৫০০ বোম ফেটেছিল; আমি স্মরণ করছি আন্তঃসীমানা অভ্যূত্থানকারীদের স্বর্গপূরী, অস্ত্র চোরাচালান। আমার মনে হয় না আপনাদের কেউ এমন কথা শুনেছেন যে কিভাবে একসময় বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ দৃশ্যত শিকড় গেড়েছিল। সেই ধারণা এখন চলে গেছে যা প্রতিয়মান করে সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের সফলতা । আমি খুশী যে আমেরিকা এই যুদ্ধে বাংলাদেশের অংশীদার হিসেবে ছিল এবং আছে ।

আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার অগ্রসরতা

বাংলাদেশের প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এ অঞ্চলে স্থিতিশীলতা উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে, যা

আমেরিকা ও এ অঞ্চলের জন্য একটি প্রধান ইস্যু। উদাহরণস্বরূপ, সহিংস চরমপন্থা প্রতিরোধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতা এই দুই দেশের সন্ত্রাসবাদ হ্রাসে সাহায্য করেছে। তেমনি, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য পরিবেশ শিথিল হওয়ায় বাংলাদেশী রপ্তানি ভারতে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে, যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি কয়েক মাস আগে যখন আমি ইন্দো-বাংলাদেশ সীমানায় এশিয়ার বৃহত্তম স্থল-বন্দর বেনাপোল সফর করেছিলাম। গত ডিসেম্বরে প্রধান মন্ত্রী'র বার্মা সফর প্রতিয়মান করে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে বাংলাদেশ পদক্ষেপ নিতে আগ্রহী (যদিও এর সাথে অনেক ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে)। বাংলাদেশ তার প্রতিবেশীর সাথে নিরাপত্তা, বাণিজ্য ও বিনিয়োগ নিয়ে যত সংশ্লিষ্ট হবে এ অঞ্চল তত সুসংহত ও স্থিতিশীল হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী ক্লিনটন প্রায়ই নতুন সিল্ক রোডের কথা বলেন যা এশিয়ায় আমেরিকার সংশ্লিষ্টতার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; নিশ্চিতভাবেই, বাংলাদেশ নতুন সিল্ক রোডের আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব শান্তির প্রসার

বাংলাদেশ শান্তি মিশনে সর্ববৃহৎ অংশগ্রহণকারী দশ হাজারের বেশী সামরিক ও পুলিশ বাহিনী ১১ টি মিশনে কাজ করছে। বাংলাদেশ প্রশিক্ষিত ও নিবেদিত পুরুষ ও নারী কর্মী সরবরাহ করে বিশ্ব শান্তি বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে যে সহায়তা করছে তা অমূল্য।

বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চতকরণ

গত গ্রীষ্মে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ কোটি ছাড়িয়েছে, এবং আমার জীবদ্দশায় তা ৯০০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে, এবং আমি ইতমধ্যে সত্যিই বৃদ্ধ হয়েছি ! আমেরিকা চায় সবাই যেন যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য পায়। এই লক্ষ্য কখনোই অর্জন সম্ভব নয় যতক্ষণ বিশ্বের ৭ম বৃহৎ জনবহুল দেশ বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারছে।

ব্যবসা ও বিনিয়োগ বিস্তার

গত বছর , যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য ৬০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানি (মূলত তৈরী পোশাক) ৫০০ কোটি ডলার ছাড়িয়েছে; যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি ডলারে, যা গত বছরের চেয়ে দ্বিগুণ। বাণিজ্য দুই দশের জন্যই প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলে এর মাধ্যমে কয়েক লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। আমার লক্ষ্য আগামী তিন বছরে যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি বাংলাদেশে যাতে দ্বিদগুণ হয় এবং আমেরিকায় আরো ১০ হাজার কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম তৈরী পোশাক রপ্তানিকারক হিসেবে প্রচেষ্টা বজায় রাখায় আমেরিকায় এর রপ্তানিও বৃদ্ধি পাবে।

মূল মূল্যবোধের প্রসার

আমেরিকা বিশ্বাস করে গণতন্ত্রে যা এর নাগরিকদের মানবাধিকার এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তারাই বিশ্বে শান্তি , স্তিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে সবচেয়ে ভালো অংশীদার হতে পারে। তাই বাংলাদেশে আমেরিকার অন্যতম প্রধান আগ্রহ গণতন্ত্রকে ত্বরান্বিত করা এবং মানবাধিকার এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

মানুষের প্রতি সহানুভূতি

আমেরিকানরা, বিশ্বের অন্যান্য সুনাগরিকদের মতই, দুর্যোগে জর্জরিত মানুষের জন্য সহানুভূতিশীল। আমরা জানি যে বাংলাদেশের অনেক প্রাকৃতিক দুযোর্গের অভিজ্ঞতা রয়েছে: ঘূর্ণিঝড়,বন্যা, জলচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প। কয়েক দশক ধরে আমেরিকা এই ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের সাহায্যে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সাথে অংশীদারিত্বে আমরা বাংলাদেশকে সহায়তা করছি এ সমস্ত দুর্যোগ আঘাত হানার পর জান-মালের ক্ষয় ক্ষতি কমিয়ে আনতে।

আমি আপনাদের সামনে বাংলাদশে আমেরিকার মূল আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরেছি। একজন নীতি নির্ধারক হিসেবে এখন আমাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে বাংলাদেশে এ বিষয়গুলো নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। আপনারা আপনাদের কৌশল পাঠের আলোচনা থেকে পথ ও পদ্ধতি শব্দগুলো মনে করতে পারছেন। যুক্তরাষ্ট্র মিশনের প্রতিটি সদস্য ভালোভাবে জানে যে আমরা কাজ করছি শান্তিময়, নিরাপদ, সমৃদ্ধ, সুস্থ্য, এবং গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য, কারণ এমন বাংলাদেশের জন্য আগ্রহ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের, এ অঞ্চলের, এবং সবচেয়ে বেশী এ দেশের জনগণের।

এখন আমরা কোন কৌশলের কঠিন অংশে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের আগ্রহের বিষয়গুলোকে অনুসরণ এবং কৌশলকে বাস্তবায়ন করতে আমরা মূলত কি কাজ করি? এখানেই চাকা রাস্তায় গড়ায়। তাহলে এখন হাড়ের উপর মাংস দেয়া যাক.. আমেরিকা, বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলের সুবিধার জন্য এই কৌশলকে অগ্রসর করতে আমেরিকা বাংলাদেশে কি করছে?

আমি প্রথমে আমাদের অংশীদারিত্বের অ-নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলো নিয়ে সাধারণ আলোচনা করব এবং পরিশেষে আমাদের নিরাপত্তাজনিত অংশীদারিত্ব নিয়ে অধিকতর বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করব।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের অ-নিরাপত্তাজনিত অংশীদারিত্ব

বাংলাদেশের সাথে বর্ধিষ্ণু সম্পর্কের কেন্দ্রে রয়েছে সংশ্লিষ্টতা আরো গভীর করা, তার কারণ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কৌশলগত কারণে আমেরিকার কাছে এ দেশটির গুরুত্ব। মে মাসে সেক্রেটারী ক্লিনটন বাংলাদেশে এসেছিলেন । তিনি এসেছিলেন বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বের সমৃদ্ধি ও সফলতাকে উদযাপন

করতে। তিনি এসেছিলেন অংশীদারিত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক করতে এবং সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে 'পার্টনারশীপ ডায়লগ' বা অংশীদারিত্ব সংলাপ চুক্তি সই করেন। প্রথম অংশীদারিত্ব সংলাপ সেপ্টেম্বরে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত হবে আমাদের কৌশলগত দিক নির্দেশনা যাচাই এর উদ্দেশ্যে। পররাষ্ট্র সচিব কায়েস এবং রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারী ওয়েন্ডি শেরম্যান আলোচনায় উপস্থিত থাকবেন। সেক্রেটারী শেরম্যান নিজে বাংলাদেশ সফর করেছিলেন সেক্রেটারী ক্লিনটন এর সফরের এক মাস আগে। এ মাসের প্রথমে নেভী'র সেক্রেটারী মেবাস এখানে এসেছিলেন। গত নভেম্বরে আমার আসার পর থেকে আমাদের এখানে একের পর এক এসেছেন এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, ডেপুটি এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী, জেনারেল এবং এডমিরাল এবং আরো অনেকে। তারা এখানে বেশী উড়ার কারণে মাইলেজ সুবিধা ভোগের জন্য আসেননি, তারা একটি কারণে এসেছেন: বাংলাদেশের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব আরো শক্তিশালী করতে এবং আগামী বছরগুলো ও দশকগুলোতে বাংলাদেশের নাগরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে এই অংশীদারিত্ব এগিয়ে নেয়ার পথ খুঁজতে।

আমেরিকা বাংলাদেশের সাথে কাজ করছে আমাদের অংশীদারিত্বের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে। এপ্রিলে আমরা প্রথম যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ নিরাপত্তা সংলাপ ঢাকায় আয়োজন করি; সেপ্টেম্বরে আমরা প্রথম সামরিক-সামরিক সংলাপ হাওয়াইতে আয়োজন করব। আমি আশা করি শীঘ্রই একদিন আমরা 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট' বা 'বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি' সম্পন্ন করব, যা একটি ফোরাম গঠন করবে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বাধা দূর করতে।

বাংলাদেশের সাথে আমাদের সংশ্লিষ্টতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক জনগণের সম্পৃক্ততা। দুই সপ্তাহ আগে আমরা ধানমন্ডিতে এডওয়ার্ড এম. কেনেডি সেন্টার ফর পাবলিক সার্ভিসেস এন্ড আর্টস এর উদ্বোধন করেছি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে অংশীদারিত্বে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে, আজকের এবং আগামী দিনের নেতৃত্বে যারা রয়েছে। আমি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের কাছে গত নভেম্বরে আমার পরিচয়পত্র দেয়ার সময় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলায় সফর করছি যাতে আমেরিকা বাংলাদেশের সমৃদ্ধ বৈচিত্র থেকে শিখতে পারে এবং বাংলাদেশও যাতে আমেরিকার স্বাদ পায়। আমাদের জনগণের মধ্যে সম্পৃক্ততা বাড়াতে আমাদের আরো রয়েছে অসংখ্য বিনিময় কর্মসূচী।

আমাদের উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচী আমাদের সংশ্লিষ্টতার আরেকটি উপাদান। এখানে বছরে ২০০ মিলিয়ন ডলারের আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচী আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে এশিয়ায় সর্ববৃহৎ। আমি বিভিন্ন ভাবে উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে ১৯৭০ সাল থেকে জড়িত..আপনাদের বেশীরভাগই তখন খুবই ছোট ছিলেন.. এবং আমি কখনোই উন্নয়ন অংশীদারিত্ব এমন বড় ধরনের বাস্তব ফলাফল বয়ে আনতে পারে তা দেখিনি যা হয়েছে

বাংলাদেশে, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হ্রাস পাওয়া থেকে শুরু করে প্রজনন হার হ্রাস যার ফলে বাংলাদেশীরা তাদের মত করে পরিবারের আকার ছোট রাখতে পারছে, খাদ্য নিরাপত্তা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য খাদ্য নিরাপত্তার উন্নয়ন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ, যার মধ্যে রয়েছে সংসদ ও গণমাধ্যম, এবং এ তালিকায় আরো অনেক কিছু রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশের নিরাপত্তাজনিত অংশীদারিত্বের দিক

আমেরিকা বাংলাদেশের সাথে শক্তিশালী নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে চায় আমি বিশ্বাস করি এই নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব এই অঞ্চল ও এর বাইরে বৃহত্তর প্রসারে শান্তি ও স্তিতিশীলতার প্রসার ঘটাতে পারে যে লক্ষ্য দুই দেশের জন্য একই। আমি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্র উল্লেখ করব: সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, মানবিক সহায়তা ও দুর্যোগ ত্রাণ, এবং বিশ্ব শান্তিরক্ষা।

বাংলাদেশ ও আমেরিকার উভয়ের জন্য সন্ত্রাসবাদের হুমকি প্রতিরোধ সর্বাধিক অগ্রাধিকার পায়

আমেরিকা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করছে। আমরা সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আরো দক্ষতা অর্জনে বাংলাদেশীদের প্রচেষ্টাকে সহায়তা করছি। আমরা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর স্পেশ্যাল ওয়্যারফেয়ার এন্ড ডাইভিং স্যাল্‌ভেজ (সোয়াড্‌স) এর সাথে অশীদারিত্ব করেছি যাতে এরা বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানা আরো ভালাভাবে রক্ষা করতে পারে। আমরা বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্যারা কমান্ডো যারা ব্যাটেলিয়ন থেকে ব্রিগেডে উন্নতি হয়েছে তাদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছি, যাতে এরা ভালোভাবে বাংলাদেশের স্থল সীমানা রক্ষা ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা আন্তঃকর্মসূচী সমর্থন করি সোয়াড্‌স, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, প্যারা কমান্ডো এবং যারা বাংলাদেশের সীমানা প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত যেমন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডস এবং আনসার ও ভিলেজ ডিফেন্স পার্টি (ভিডিপি) এর মধ্যে । আমরা যৌথ অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছি যাতে উভয় প্রকার সামরিক বাহিনীর প্রস্তুতি বাড়ানো যায়।

সামরিক এর বাইরে বাংলাদেশে নিরাপত্তায় জড়িত অন্যান্য উপাদানের সাথে আমদের সংশিষ্টতা রয়েছে। আমরা বাংলাদেশকে সহায়তা করছি সন্ত্রাসবাদের উপর রাষ্ট্রীয় আইন ও নীতি তৈরীর প্রচেষ্টায়, স্থানীয় জনগণ যাদের পুলিশ নিরাপত্তা দেয় তাদের সাথে পুলিশের কর্মকান্ডকে কার্যকরী করতে, বিচার ও মামলা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে, আইনের শাসন প্রসারে, একটি শক্তিশালী আদলতজনিত কর্মসূচী গঠনে, এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন চিহ্নিত ও বন্ধ করতে।

আমি বিশ্বাস করি শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অংশীদারিত্ব কার্যকরী হওয়া সম্ভব যদি তা একটি কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উপাদানে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার বৃহত্তর সমন্বয় সাধন করা যায়।

এমন একটি কাঠামো সহযোগিতাকে আরো বৃদ্ধি করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আদান প্রদান বৃদ্ধি করবে, আমি এমন একটি কাঠামো চুক্তি বাংলাদেশ সরকারের সাথে সম্পাদন করার অপেক্ষায় আছি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া ও খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা বৃদ্ধি উভয় দেশের স্বার্থের সাথে জড়িত

আমরা সবাই জানি প্রকান্ড ঘূর্ণিঝড়ের কথা যা ১৯৯১ সালে বাংলাদেশে আঘাত হেনেছিল। মৃত্যু সংখ্যা ছিল অসংখ্য তবে তা আরো ভয়াবহ রূপ নিত যদি সে সময় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশী সামরিক বাহিনী লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচাতে একসাথে কাজ না করত । সেদিন উভয় জাতিই একটি ব্যাপার জেরিছিল যে এক সাথে কাজ করলে আনেক জীবন বাঁচানো যায়, এবং আমরা কত ভালোভাবে দুর্যোগে সাড়া দেওয়া যায় এ ব্যাপারে কাজ অব্যাহত রেখেছি। ২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডর থেকে আরেকটি শিক্ষা লাভ করলাম যে প্রস্তুতি জীবন বাঁচাতে পারে। অনেক বাংলাদেশী ঘূর্ণিঝঢ় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেয়ার ফলে জীবন বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল । সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমেরিকা বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্বে শত শত ঘূর্ণিঝঢ় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করছে যা স্বাভাবিক সময়ে বিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হবে। আমেরিকা ৫৪৭ টি কেন্দ্র নির্মাণ বা পুণরায় নির্মাণ করেছে এবং আরো ১১৬ টি কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। আমরা বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করছি কিছু আশ্রয়কেন্দ্রকে 'কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্র' হিসেবে ব্যবহার করতে যাতে দুর্যোগ ও পরবর্তী সময়ের জন্য এখানে যোগাযোগ ও উদ্ধার সরঞ্জাম ও ত্রাণ সামগ্রী মজুদ রাখা যায়। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগের থেকে আরো বেশী প্রস্তুত ঘুর্ণিঝড়, বন্যা, এবং ভূমিকম্প মোকাবেলায়। আমরা এই চলমান অগ্রগতির জন্য খুবই গর্বিত।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ মানবিক সহায়তা/দুর্যোগ ত্রাণ অনুশীলনে অংশীদারিত্ব করছে, যেমন বাংলাদেশ সরকার, সামরিক বাহিনী, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী'র মিলিত অনুশীলন 'ডিজাস্টার রেডিনেস এক্সারসাইজ এন্ড এক্সচেঞ্জ' । এ বছরের সেপ্টেম্বরের অনুশীলনের বিষয় ভূমিকম্পের প্রস্তুতি, এই বহুলাংশে মাঠ পর্যায়ের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব শক্তিশালী করতে আগ্রহী যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সহায়তার জন্য আমরা আমাদের ।

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কর্মকান্ডে বাংলাদেশের অতুলনীয় সংশ্লিষ্টতাকে আমেরিকা সমর্থন জানায়

আগে উল্লেখ করেছি যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা কর্মকান্ডে বিশ্বে সর্বোচ্চ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ আগামী বছরগুলোতে এ অবদান ৫০% এ উন্নতি করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ও গত বছর বাংলাদেশ সফরে বলেছেন যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জাতিসংঘ শন্তিরক্ষা মিশন এ বাংলাদেশের অবদান ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বমূলক ভূমিকার প্রশংসা করেছে। বাংলাদেশ শান্তি রক্ষা মিশন-

এ সহায়তা করছে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন হেলিকপ্টার, আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার, অফশোর পেট্রল ভেসেল, এবং সেই পুরোনো নির্ভরযোগ্য কর্মঠ অশ্ব, সি-১৩০ -এর মাধ্যমে।

আমি এক দশক আগে এখানে থাকা অবস্থায় শান্তি রক্ষা অপারেশন-এ আমেরিকা-বাংলাদেশ অংশীদারিত্ব অবলোকন করেছি বাংলাদেশে শান্তি রক্ষা অপারেশন এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিপসট প্রতিষ্ঠায়। আমি খুব খুশী যে আমেরিকা এই কেন্দ্রকে বিভিন্ন কার্যকলাপ এর মাধ্যমে সহায়তা করে চলেছে, যার মধ্যে রয়েছে, বহুপাক্ষিক শান্তি রক্ষা অপারেশন অনুশীলন যেমন শান্তি দূত- ৩। মার্চে, প্যাসিফিক আর্মি কমান্ডার জে. উইয়ারজিন্সকি এবং আমি উপস্থিত ছিলাম প্রধান মন্ত্রীর এশিয়া থেকে আগত সদস্যদের নিয়ে বৃহৎ অনুশীলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। সে সময় আমি ৫০ কোটি ডলারের অবদান ঘোষণা করেছিলাম বিপসট কে আরো সহায়তার জন্য যা এখন বিশের সর্ববৃহৎ শান্তি রেক্ষা অপারেশন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

নিরাপত্তা বলয়ে যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সহযোগিতার আরো অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যা আমি অনুসন্ধান করতে পারি যেমন সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর পেশাদারিত্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা, বেসামরিক-সামরিক সম্পর্ক, সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন ও বাংলাদেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ক্ষমতায়ন, এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমৃদ্ধি, এবং বাংলাদেশী জনগণের অবস্থার উন্নয়ন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের দ্বি-পাক্ষিক অংশীদারিত্বের কার্যকরী সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আরো অনেক কিছু বলার আছে তবে আমি জানি যে আপনারা অনেক্ষন চেয়ারে বসে আছেন।

আমি বিশ্বাস করি যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ নিরাপত্তা অংশীদারিত্ব ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হবে। আমার সরকার এই অংশীদারিত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল এবং সহযোগিতা আরো বাড়াতে ইচ্ছুক প্রশিক্ষণে, যৌথ অনুশীলনে, কারিগরী সহায়তায়, যন্ত্রপাতি, পেশাদারী সামরিক শিক্ষা, এবং দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সফরে। আমি নিশ্চিত যে এই নিরাপত্তা অংশীদার আরো উচ্চতায় উঠবে।

আমি আপনাদেরকে বাংলাদেশে আমেরিকার সংশ্লিষ্টতার কৌশল বর্ণনা করলাম। তাই আগামীতে কাউকে যদি বলতে শুনেন, " আমি ভাবছি ঐ আমেরিকানরা কি চায়" এর উত্তর আপনারা এখন জানেন।

আমি এখানেই শেষ করছি .. অশেষ ধন্যবাদ এই পবিত্র রমজানে বাংলাদেশের চমৎকার জাতির সামনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে এমন চমৎকার সুযোগ দেয়ার জন্য।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*

জিআর/২০১২